ইউনিট ৮

অধিবেশন ৫৫ ঃ শ্রেণী ও অগ্রগতি অভীক্ষা প্রণয়ন ও নম্বর প্রদান

অধিবেশন ৫৬ ঃ নম্বর প্রদানের মানদণ্ড

অধিবেশন ৫৭ ঃ স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন

অধিবেশন ৫৮ ঃ স্কুল পরীক্ষার নম্বর প্রদান ঃ নম্বর প্রদান সূচি

অধিবেশন ৫৯ ঃ নম্বর যাচাইকরণ ও সংশোধন

অধিবেশন ৬০ ঃ ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের এস.এস.সি পর্যায়ের নমুনা প্রশ্নপত্র ও স্বতন্ত্র প্রশ্ন পরীক্ষাকরণ

শ্রেণী ও অগ্রগতি অভীক্ষা প্রণয়ন ও নম্বর প্রদান

ভূমিকা

অভীক্ষা মূল্যায়নের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। অভীক্ষার সংজ্ঞার পরিধিও ব্যাপক। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে অভীক্ষাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মূলত শিক্ষাক্ষেত্রে অভীক্ষা শিক্ষার্থীর শ্রেণী ও অগ্রগতি যাচাই করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

- সাধারণভাবে-অভীক্ষা হল শিক্ষার্থীর জন্যে শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক কৌশল।
- আভিধানিক অর্থে-ইংরেজি ‘Test’ শব্দটির অর্থ হল ‘Examination’ অর্থাৎ Test হল- ‘Examination of a person’s knowledge or ability’.
- ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে বলা যায়-কোন নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শ্রেণী ও অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার সময় যেসব উপকরণ বা Tools ব্যবহার করা হয় তাদেরকেই অভীক্ষা (Test) বলা হয়।
- আধুনিক ধারণা-শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা, কৃতিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, পারদর্শিতা, প্রবণতা, ঝোঁক, মনোভাব, অগ্রগতি ইত্যাদি পরিমাপের জন্য যে বিশেষ উপকরণ বা কৌশল (সাধারণত প্রশ্নের সমাহার) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটিয়ে বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্টতা অনুধাবন করা হয়, তাদেরকেই অভীক্ষা (Test) বলা যেতে পারে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- অভীক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- শ্রেণী ও অগ্রগতি অভীক্ষার শ্রেণীবিন্যাস তৈরি করে দেখাতে পারবেন।
- অভীক্ষা প্রণয়ন ও আদর্শায়নের বিভিন্ন ধাপ বা স্তরসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নম্বর প্রদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক. অভীক্ষার সংজ্ঞা

সাধারণভাবে-অভীক্ষা হল শিক্ষার্থীর জন্যে শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক কৌশল। আধুনিক ধারণা-শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা, কৃতিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, পারদর্শিতা, প্রবণতা, ঝোঁক, মনোভাব, অগ্রগতি ইত্যাদি পরিমাপের জন্য যে বিশেষ উপকরণ বা কৌশল (সাধারণত প্রশ্নের সমাহার) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটিয়ে বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্টতা অনুধাবন করা হয়, তাদেরকেই অভীক্ষা (Test) বলা যেতে পারে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা নিচের ছকটি প   রণ করি ঃ

১. সাধারণভাবে অভিক্ষা হল শিক্ষার্থীর জন্যে	
২. ইংরেজি 'Test' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল	
৩. Test হল	

পর্ব-খ. শ্রেণী ও অগ্রগতি অভীক্ষার শ্রেণী বিন্যাস

শ্রেণী ও অগ্রগতি অভীক্ষাগুলোকে তাদের পরিমাপের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. পারদর্শিতার অভীক্ষা (Achievement test);
২. নির্ণায়ক অভীক্ষা (Diagnostic test);
৩. পূর্বাভাসমূলক অভীক্ষা (Prognostic test);
৪. জরীপ অভীক্ষা (Survey test);

আবার, পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি অনুসারে শ্রেণী ও অগ্রগতি অভীক্ষাগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. সংক্ষিপ্ত-উত্তর জাতীয় রচনামূলক অভীক্ষা (Short answer essay type test);
২. দীর্ঘ-উত্তর জাতীয় রচনামূলক অভীক্ষা (Long answer essay type test);
৩. নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective type test);
৪. মৌখিক অভীক্ষা (Oral test)।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা নিচের ছকটি পূরণ করি ঃ

শ্রেণী ও অগ্রগতি অভীক্ষাগুলোকে তাদের পরিমাপের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ভাগগুলো হলো-

১.
২.
৩.
৪.

পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতির ভিত্তিতে ভাগগুলো হলো-

১.
২.
৩.
৪.

পর্ব -গ. অভীক্ষা প্রণয়ন ও আদর্শায়নের বিভিন্ন ধাপ বা স্তর সমূহ

- প্রাথমিক ধারণা গঠন (Formation of Primary Concept) ঃ যে বিশেষ শিক্ষাগত ও মানসিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য অভীক্ষাটি তৈরি করতে হবে সে সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক ধারণা গঠন করতে হবে।
- পদ প্রস্তুতকরণ (Preparation of items) ঃ শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্বতার উপর ভিত্তি করে যে প্রাথমিক ধারণা গঠন করা হয়, তার ভিত্তিতেই পদ প্রস্তুত করতে হবে।

- পূর্ব কার্যকারিতা বিচার (Pre-try out) ঃ চূড়ান্ত অভীক্ষা পদ প্রস্তুত করার পূর্বেই এর কার্যকারিতা বিচার করতে হবে।
- কার্যকারিতা বিচার (Try out) ঃ অভীক্ষা পদ প্রস্তুতকরণের সময় যতই সাবধানতা অবলম্বন করা হোক না কেন তার মধ্যে ত্রুটি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পদ প্রস্তুতকরণের সময় এর কার্যকারিতা বিচার করতে হবে।
- পরীক্ষামূলক প্রয়োগ (Experimental test) ঃ পরীক্ষামূলক প্রয়োগ অভীক্ষা প্রণয়ন ও আদর্শায়নের গুরুত্বপূর্ণ স্তর বা পর্যায়।
- পদ বিশ্লেষণ (Item analysis) ঃ অভীক্ষা পদের কার্যকারিতা বিচারের পর প্রত্যেকটি অভীক্ষা পদের কাঠিন্য মান (Difficulty Value), পার্থক্য নির্ণায়ক মান (Discriminating Value) ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা তা নির্ণয়ের জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাকে পদ বিশ্লেষণ বলে।
- অভীক্ষা পদ সংগঠন (Organisation of test item) ঃ অভীক্ষা পদ বিশ্লেষণের পর অভীক্ষা পদ সংগঠন করতে হবে।
- নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতার মান নির্ণয় (Determination of Reliability and Validity) ঃ কোন অভীক্ষার আদর্শায়নের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল তার নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতার মান নির্ণয়।
- আদর্শমান নির্ধারন (Fixing Norm) ঃ অভীক্ষার আদর্শায়নের জন্য একটি আদর্শমান (Norn) নির্ণয় করতে হবে যেন তা সকলের কাছে সমান গ্রহণযোগ্য হয় ও সমান তাৎপর্য বহন করে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা অভীক্ষা প্রণয়ন ও আদর্শায়নের ৯টি ধাপ বা স্তর লিখে নিচের ছকটি পূরণ করি ঃ

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.

পর্ব-ঘ. নম্বর প্রদান পদ্ধতি

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে লিখিত পরীক্ষার জন্য নম্বর প্রদান পদ্ধতি হবে নিম্নরূপঃ

১। বানান ভুল, সুন্দর হাতের লেখা, প্রকাশভঙ্গি ইত্যাদির উপর গুরুত্ব না দিয়ে যে উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে (অর্থাৎ ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়বস্তুগত জ্ঞান) তার জন্য নম্বর দিতে হবে।

২। একটি প্রশ্নের একাধিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যেমনঃ বিষয়বস্তুর বর্ণনা, ছক আঁকা, গ্রাফ অংকন, মন্তব্য করা ইত্যাদি। এর মধ্যে যে উদ্দেশ্য আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে আদায় হবে তার জন্য নম্বর দিতে হবে।

৩। একটি প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন শিক্ষার্থী একাধিকভাবে দিলেও উত্তরের পক্ষে যদি যুক্তি থাকে তার জন্য নম্বর দিতে হবে।

৪। সংজ্ঞা, তত্ত্ব বা সূত্র, তথ্য, ব্যাখ্যা, ছক বা ডায়াগ্রাম, উদাহরণ, সমস্যা সমাধান ইত্যাদির জন্য আলাদা আলাদাভাবে নম্বর বরাদ্দ করে যেটি সঠিক হবে তার জন্য ঐ অংশের পুরো নম্বর দিতে হবে।

৫। প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের গুরুত্ব, সময়, লেখার পরিমাণ ইত্যাদি বিবেচনা করে নম্বর বরাদ্দ করতে হবে।

৬। নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীকে প্রাপ্ত নম্বর থেকে কম নম্বর (Under marking) বা অতিরিক্ত নম্বর (Over marking) না দেয়া হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি ঃ

১। প্রশ্নের বিষয়বস্তুগত জ্ঞান সঠিক হলে কি দিতে হবে ?

২। একটি প্রশ্নের কতগুলি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

৩। কি কি বিষয় বিবেচনা করে প্রশ্নের নম্বর বরাদ্দ করতে হবে?

৪। নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে কোন দু'টি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে?

ইউনিট ৮ **অধিবেশন ৫৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

শ্রেণী ও অগ্রগতি অভীক্ষা প্রণয়ন ও নম্বর প্রদান

অভীক্ষা (Test) ঃ

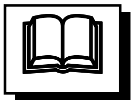

অভীক্ষা মূল্যায়নের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। অভীক্ষার সংজ্ঞার পরিধিও ব্যাপক। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে অভীক্ষাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মূলত শিক্ষাক্ষেত্রে অভীক্ষা শিক্ষার্থীর শ্রেণী ও অগ্রগতি যাচাই করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

- সাধারণভাবে-অভীক্ষা হল শিক্ষার্থীর জন্যে শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক কৌশল।
- আভিধানিক অর্থে-ইংরেজি 'Test' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল 'Examination' অর্থাৎ Test হল- 'Examination of a person's knowledge or ability'.
- ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে বলা যায়-কোন নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শ্রেণী ও অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার সময় যেসব উপকরণ বা Tools ব্যবহার করা হয় তাদেরকেই অভীক্ষা (Test) বলা হয়।
- আধুনিক ধারণা-শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা, কৃতিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, পারদর্শিতা, প্রবণতা, ঝোঁক, মনোভাব, অগ্রগতি ইত্যাদি পরিমাপের জন্য যে বিশেষ উপকরণ বা কৌশল (সাধারণত প্রশ্নের সমাহার) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটিয়ে বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্টতা অনুধাবন করা হয়, তাদেরকেই অভীক্ষা (Test) বলা যেতে পারে।

শ্রেণী ও অগ্রগতি অভীক্ষার শ্রেণী বিন্যাস ঃ

শ্রেণী ও অগ্রগতি অভীক্ষাগুলোকে তাদের পরিমাপের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। পারদর্শিতার অভীক্ষা (Achievement test);
২। নির্ণায়ক অভীক্ষা (Diagnostic test);
৩। পূর্বাভাসমূলক অভীক্ষা (Prognostic test);
৪। জরীপ অভীক্ষা (Survey test);

আবার, পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি অনুসারে শ্রেণী ও অগ্রগতি অভীক্ষাগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। সংক্ষিপ্ত-উত্তর জাতীয় রচনামূলক অভীক্ষা (Short answer essay type test);
২। দীর্ঘ-উত্তর জাতীয় রচনামূলক অভীক্ষা (Long answer essay type test);
৩। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective type test);
৪। মৌখিক অভীক্ষা (Oral test)।

অভীক্ষা প্রণয়ন ও আদর্শায়নের বিভিন্ন ধাপ বা স্তরসমূহ ঃ

১। প্রাথমিক ধারণা গঠন (Formation of Primary Concept) ঃ যে বিশেষ শিক্ষাগত ও মানসিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য অভীক্ষাটি তৈরি করতে হবে সে সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক ধারণা গঠন করতে হবে।

২। পদ প্রস্তুতকরণ (Preparation of items) ঃ শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্কতার উপর ভিত্তি করে যে প্রাথমিক ধারণা গঠন করা হয়, তার ভিত্তিতেই পদ প্রস্তুত করতে হবে।

৩। পূর্ব কার্যকারিতা বিচার (Pre-try out) ঃ অভীক্ষা পদ প্রস্তুত করার পূর্বেই এর কার্যকারিতা বিচার করতে হবে।

৪। কার্যকারিতা বিচার (Try out) ঃ অভীক্ষা পদ প্রস্তুতকরণের সময় যতই সাবধানতা অবলম্বন করা হোক না কেন তার মধ্যে ত্রুটি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পদ প্রস্তুতকরণের সময় এর কার্যকারিতা বিচার করতে হবে।

৫। পরীক্ষামূলক প্রয়োগ (Experimental test) ঃ পরীক্ষামূলক প্রয়োগ অভীক্ষা প্রণয়ন ও আদর্শায়নের গুরুত্বপূর্ণ স্তর বা পর্যায়।

৬। পদ বিশ্লেষণ (Item analysis) ঃ অভীক্ষা পদের কার্যকারিতা বিচারের পর প্রত্যেকটি অভীক্ষা পদের কাঠিন্য মান (Difficulty Value), পার্থক্য নির্ণায়ক মান (Discriminating Value) ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা তা নির্ণয়ের জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাকে পদ বিশ্লেষণ বলে।

৭। অভীক্ষা পদ সংগঠন (Organisation of test item) ঃ অভীক্ষা পদ বিশ্লেষণের পর অভীক্ষা পদ সংগঠন করতে হবে।

৮। নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতার মান নির্ণয় (Determination of Reliability and Validity) ঃ কোন অভীক্ষার আদর্শায়নের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল তার নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতার মান নির্ণয়।

৯। আদর্শমান নির্ধারন (Fixing Norm) ঃ অভীক্ষার আদর্শায়নের জন্য একটি আদর্শমান (Norm) নির্ণয় করতে হবে যেন তা সকলের কাছে সমান গ্রহণযোগ্য হয় ও সমান তাৎপর্য বহন করে।

নম্বর প্রদান পদ্ধতিঃ

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে লিখিত পরীক্ষার জন্য নম্বর প্রদান পদ্ধতি হবে নিম্নরূপঃ

১। বানান ভুল, সুন্দর হাতের লেখা, প্রকাশভঙ্গি ইত্যাদির উপর গুরুত্ব না দিয়ে যে উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে (অর্থাৎ ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়বস্তুগত জ্ঞান) তার জন্য নম্বর দিতে হবে।

২। একটি প্রশ্নের একাধিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যেমনঃ বিষয়বস্তুর বর্ণনা, ছক আঁকা, গ্রাফ অংকন, মন্তব্য করা ইত্যাদি। এর মধ্যে যে উদ্দেশ্য আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে আদায় হবে তার জন্য নম্বর দিতে হবে।

৩। একটি প্রশ্নের উত্তর একাধিকভাবে দিলেও উত্তরের পক্ষে যদি যুক্তি থাকে তার জন্য নম্বর দিতে হবে।

৪। সংজ্ঞা, তত্ত্ব বা সূত্র, তথ্য, ব্যাখ্যা, ছক বা ডায়াগ্রাম, উদাহরণ, সমস্যা সমাধান ইত্যাদির জন্য আলাদা আলাদাভাবে নম্বর বরাদ্দ করে যেটি সঠিক হবে তার জন্য ঐ অংশের পুরো নম্বর দিতে হবে।

৫। প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের গুরুত্ব, সময়, লেখার পরিমাণ ইত্যাদি বিবেচনা করে নম্বর বরাদ্দ করতে হবে।

৬। নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীকে প্রাপ্ত নম্বর থেকে কম নম্বর (Under marking) বা অতিরিক্ত নম্বর (Over marking) না দেয়া হয়।

মূল্যায়ন

১। অভীক্ষা কী? শ্রেণী ও অগ্রগতি অভীক্ষার শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করুন।

২। নম্বর প্রদান পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক.

১। শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক কৌশল

২। Examination

৩। Examination of a person's knowledge or ability.

পর্ব-খ.

১। পারদর্শিতার অভীক্ষা (Achievement test)

২। নির্ণায়ক অভীক্ষা (Diagnostic test)

৩। পূর্বাভাসমূলক অভীক্ষা (Prognostic test)

৪। জরীপ অভীক্ষা (Survey test)

১। সংক্ষিপ্ত-উত্তর জাতীয় রচনামূলক অভীক্ষা (Short answer essay type test)

২। দীর্ঘ-উত্তর জাতীয় রচনামূলক অভীক্ষা (Long answer essay type test)

৩। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective type test)

৪। মৌখিক অভীক্ষা (Oral test)

পর্ব-গ.

১। প্রাথমিক ধারণা গঠন (Formation of Primary Concept)

২। পদ প্রস্তুতকরণ (Preparation of items)

৩। পূর্ব কার্যকারিতা বিচার (Pre-try out)

৪। কার্যকারিতা বিচার (Try out)

৫। পরীক্ষামূলক প্রয়োগ (Experimental test)

৬। পদ বিশ্লেষণ (Item analysis)

৭। অভীক্ষা পদ সংগঠন (Organisation of test item)

৮। নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতার মান নির্ণয় (Determination of Reliability and Validity)

৯। আদর্শমান নির্ধারন (Fixation of Norm)

পর্ব-ঘ.

১। নম্বর

২। একাধিক

৩। প্রশ্নের গুরুত্ব, সময়, লেখার পরিমাণ

৪। কম নম্বর (Under marking) বা অতিরিক্ত নম্বর (Over marking)

ইউনিট ৮ **অধিবেশন - ৫৬**

নম্বর প্রদানের মানদন্ড

ভূমিকা

নম্বর প্রদান বা মূল্য যাচাই কথাটি ব্যাপক অর্থে এবং বৃহত্তর পরিধিতে ব্যবহৃত হয়। নম্বর প্রদান শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং এটি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের তথা সার্বিক উন্নতির পরিমাপক। নম্বর প্রদান একটি গতিশীল ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সাধারণভাবে নম্বর প্রদান হল কোন বিষয়ের প্রতি মূল্য আরোপ করে ব্যক্তির জ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রের অগ্রগতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া। ব্যাপক অর্থে- নম্বর প্রদান কোন শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপই করে না; বরং সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীর পরিমাপ করে।

তাই বলা যায়, নম্বর প্রদান হল শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক, মেজাজগত আচরণ যা ব্যক্তির গতিশীল পরিবর্তনের পরিমাপ করা হয় এবং যখন তাকে সার্বিকভাবে বিচার করা হয়, তখন তাকে বিষয়বস্তুর মূল্য যাচাই নামে আখ্যায়িত করা হয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- নম্বর প্রদান বা মূল্য যাচাইকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের নম্বর প্রদানের উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নম্বর প্রদানের মানদন্ড নির্ধারণ করতে পারবেন।
- নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ ঃ

পর্ব-ক. নম্বর প্রদান (Marking) বা মূল্য যাচাই (Assessment)

নম্বর প্রদান বা মূল্য যাচাই কথাটি ব্যাপক অর্থে এবং বৃহত্তর পরিধিতে ব্যবহৃত হয়। নম্বর প্রদান শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং এটি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের তথা সার্বিক উন্নতির পরিমাপ। নম্বর প্রদান একটি গতিশীল ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সাধারণভাবে নম্বর প্রদান হল কোন বিষয়ের প্রতি মূল্য আরোপ করে ব্যক্তির জ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রের অগ্রগতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া। ব্যাপক অর্থে- নম্বর প্রদান কোন শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপই করে না, বরং সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীর পরিমাপ করে।

তাই বলা যায়, নম্বর প্রদান হল শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক, মেজাজগত আচরণ যা ব্যক্তির গতিশীল পরিবর্তনের পরিমাপ করা হয় এবং যখন তাকে সার্বিকভাবে বিচার করা হয়, তখন তাকে বিষয়বস্তুর মূল্যযাচাই নামে আখ্যায়িত করা হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা নিচের ছকটি পূরণ করি ঃ

১. নম্বর প্রদান শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে	
২. নম্বর প্রদান একটি গতিশীল	
৩. নম্বর প্রদান সঠিক ভাবে শিক্ষার্থীর	

পর্ব-খ.ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের নম্বর প্রদানের উদ্দেশ্য

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের নম্বর প্রদান শুধু শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা করে না। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর ব্যবসায় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, দক্ষতা, কৌশল, আচার-আচরণ, রুচিবোধ প্রভৃতি যাচাই করা হয়। মূলত ভাল ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে উঠার জন্য শিক্ষার্থী কতখানি যোগ্যতা লাভ করলো নম্বর প্রদান দ্বারা তাই পরিমাপ করা হয়। ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে নম্বর প্রদানের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ-

১। বিষয়গত জ্ঞানের যাচাই;

২। পাঠোন্নতির অগ্রসরতা ও অনগ্রসরতার পরিমাপ;

৩। ভবিষ্যত সফলতার দিক নির্দেশনা;

৪। শিক্ষা কাজে উৎসাহ সৃষ্টি করা;

৫। শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও মনোভাবের উন্নয়নের পরিমাপ;

৬। অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের দক্ষতা যাচাই;

৭। শিক্ষকের পাঠদানের সফলতার পরিমাপ;

৮। শিক্ষার্থীর অর্জিত মূল্যবোধের পরিমাপ;

৯। শিক্ষার্থীর মধ্যে অনুকূল মনোভাব গড়ে উঠার মাত্রা নিরূপণ;

১০। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সফলতা যাচাই;

১১। ভর্তির যোগ্যতা নিরূপণ;

১২। পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে সংযোগ বৃদ্ধি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের নম্বর প্রদানের ৫টি উদ্দেশ্য লিখে নিচের ছকটি পূরণ করি ঃ

১।
২।
৩।
৪।
৫।

পর্ব-গ. নম্বর প্রদানের মানদন্ড (Marking Criteria)

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে নম্বর প্রদান বা ভাল মূল্যযাচাই এর উপর। আর মূল্য যাচাইয়ের উপকরণ হিসেবে শিক্ষা বিজ্ঞানে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা (Test) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এসব অভীক্ষা মূল্য যাচাই করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অভীক্ষা যদি নির্ভুলভাবে গঠিত হয় তাহলে মূল্য যাচাইয়ের উদ্দেশ্য সফল হবে। আর কোন অভীক্ষাকে সফল বা সার্থক প্রমাণ করতে হলে অভীক্ষার মধ্যে এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি থাকতে হবে, যাতে অভীক্ষাটিতে উত্তম গুণের সমন্বয় থাকে। ভাল অভীক্ষাকে সুঅভীক্ষা বলা হয়। যে অভীক্ষাটি নিখুঁত এবং যে অভীক্ষার মাধ্যমে মূল্য যাচাইয়ের উদ্দেশ্য সফল হয়, তাকে আমরা সুঅভীক্ষা বলতে পারি।

ভাল মূল্য যাচাইয়ের জন্য অভীক্ষা নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি অভীক্ষাতে থাকতে হবেঃ

১। অভীক্ষার স্বচ্ছতা (Clearity of test);
২। অভীক্ষার যথার্থতা (Validity of test);
৩। অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা (Reliability of test);
৪। অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity of test);
৫। অভীক্ষার আদর্শায়ন (Standardization);
৬। অভীক্ষার পরিচালন ব্যবস্থা (Administrability of test);
৭। অভীক্ষার প্রয়োগকালের স্বল্পতা (Shorter time);
৮। অভীক্ষার মান নির্ণয়ের সরলতা (Ease of Scoring);
৯। অভীক্ষার সমতুলতা (Availability of equivalent form);
১০। অভীক্ষার ব্যয় (Cost of test)

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা ভাল মূল্য যাচাইয়ের জন্য অভীক্ষার ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখে নিচের ছকটি পূরণ করি ঃ

১।
২।
৩।
৪।
৫।

পর্ব-ঘ.নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয় সমূহ

একজন শিক্ষার্থীকে যাচাই করার জন্য তাকে বিশ্লেষণ করা যায় এমন কিছু বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যা তাকে পরিমাপের জন্য সহায়তা করে। নিম্নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হল ঃ

১। বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকতে হবে।
২। অভীক্ষা তৈরিতে পারদর্শী হতে হবে।
৩। পর্যাপ্ত সময় নিয়ে অভীক্ষা তৈরি করতে হবে।
৪। অভীক্ষার কাঠিন্যমাত্রা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।
৫। প্রশ্ন ক্রমেই সহজ থেকে কঠিনরূপে বিন্যাসিত হবে।

৬। অভীক্ষার প্রশ্নে কোন অস্পষ্টতা ও ভুল তথ্য থাকবে না।

৭। অভীক্ষার প্রতি প্রশ্নের মান পূর্বে বর্ণিত হবে।

৮। রচনাধর্মী অভীক্ষায় একই প্রশ্নে বেশি নম্বর থাকলে তাও বিভাজন করে দেখাতে হবে।

৯। অভীক্ষাটিতে কিভাবে নম্বর প্রদান করতে হবে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে পূর্বেই জানাতে হবে।

১০। অভীক্ষার স্বচ্ছতা নির্ণয়ে শিক্ষককে তার পেশাগত নীতি (Professional Ethics) মেনে চলতে হবে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা নম্বর প্রদানের ৫টি বিবেচ্য বিষয় লিখে নিচের ছকটি পূরণ করি ঃ

১।
২।
৩.
৪.
৫.

ইউনিট ৮ **অধিবেশন - ৫৬**

মূল শিখনীয় বিষয়

নম্বর প্রদানের মানদন্ড

নম্বর প্রদান (Marking) বা মূল্য যাচাই (Assessment)ঃ

নম্বর প্রদান বা মূল্য যাচাই কথাটি ব্যাপক অর্থে এবং বৃহত্তর পরিধিতে ব্যবহৃত হয়। নম্বর প্রদান শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং এটি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের তথা সার্বিক উন্নতির পরিমাপ। নম্বর প্রদান একটি গতিশীল ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সাধারণভাবে নম্বর প্রদান হল কোন বিষয়ের প্রতি মূল্য আরোপ করে ব্যক্তির জ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রের অগ্রগতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া। ব্যাপক অর্থে- নম্বর প্রদান কোন শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপই করে না; বরং সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীর পরিমাপ করে।

তাই বলা যায়, নম্বর প্রদান হল শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক, মেজাজগত আচরণ যা ব্যক্তির গতিশীল পরিবর্তনের পরিমাপ করা হয় এবং যখন তাকে সার্বিকভাবে বিচার করা হয়, তখন তাকে বিষয়বস্তুর মূল্য যাচাই নামে আখ্যায়িত করা হয়।

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের নম্বর প্রদানের উদ্দেশ্যঃ

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের নম্বর প্রদান শুধু শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা করে না। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর ব্যবসায় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, দক্ষতা, কৌশল, আচার-আচরণ, রুচিবোধ প্রভৃতি যাচাই করা হয়। মূলত ভাল ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে উঠার জন্য শিক্ষার্থী কতখানি যোগ্যতা লাভ করলো নম্বর প্রদান দ্বারা তাই পরিমাপ করা হয়। ব্যবসায়ী শিক্ষা বিষয়ে নম্বর প্রদানের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ-

১। বিষয়গত জ্ঞানের যাচাই;
২। পাঠোন্নতির অগ্রসরতা ও অনগ্রসরতার পরিমাপ;
৩। ভবিষ্যত সফলতার দিক নির্দেশনা;
৪। শিক্ষা কাজে উৎসাহ সৃষ্টি করা;
৫। শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও মনোভাবের উন্নয়নের পরিমাপ;
৬। অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের দক্ষতা যাচাই;
৭। শিক্ষকের পাঠদানের সফলতার পরিমাপ;

৮। শিক্ষার্থীর অর্জিত মূল্যবোধের পরিমাপ;

৯। শিক্ষার্থীর মধ্যে অনুকূল মনোভাব গড়ে উঠার মাত্রা নিরূপণ;

১০। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সফলতা যাচাই;

১১। ভর্তির যোগ্যতা নিরূপণ;

১২। পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে সংযোগ বৃদ্ধি।

নম্বর প্রদানের মানদন্ড (Marking Criteria)ঃ

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে নম্বর প্রদান বা ভাল মূল্যযাচাই এর উপর। আর মূল্য যাচাইয়ের উপকরণ হিসেবে শিক্ষা বিজ্ঞানে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা (Test) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এসব অভীক্ষা মূল্য যাচাই করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অভীক্ষা যদি নির্ভুলভাবে গঠিত হয় তাহলে মূল্য যাচাইয়ের উদ্দেশ্য সফল হবে। আর কোন অভীক্ষাকে সফল বা সার্থক প্রমাণ করতে হলে অভীক্ষার মধ্যে এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি থাকতে হবে, যাতে অভীক্ষাটিতে উত্তম গুণের সমন্বয় থাকে। ভাল অভীক্ষাকে সুঅভীক্ষা বলা হয়। যে অভীক্ষাটি নিখুঁত এবং যে অভীক্ষার মাধ্যমে মূল্য যাচাইয়ের উদ্দেশ্য সফল হয়, তাকে আমরা সুঅভীক্ষা বলতে পারি।

ভাল মূল্য যাচাইয়ের জন্য অভীক্ষা নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি অভীক্ষাতে থাকতে হবেঃ

১। অভীক্ষার স্বচ্ছতা (Clearity of test);

২। অভীক্ষার যথার্থতা (Validity of test);

৩। অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা (Reliability of test);

৪। অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity of test);

৫। অভীক্ষার আদর্শায়ন (Standardization);

৬। অভীক্ষার পরিচালন ব্যবস্থা (Administrability of test);

৭। অভীক্ষার প্রয়োগকালের স্বল্পতা (Shorter time);

৮। অভীক্ষার মান নির্ণয়ের সরলতা (Ease of Scoring);

৯। অভীক্ষার সমতুলতা (Availability of equivalent form);

১০। অভীক্ষার ব্যয় (Cost of test);

নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

একজন শিক্ষার্থীকে যাচাই করার জন্য তাকে বিশ্লেষণ করা যায় এমন কিছু বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যা তাকে পরিমাপের জন্য সহায়তা করে। নিম্নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হলো ঃ

১। বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকতে হবে।

২। অভীক্ষা তৈরিতে পারদর্শী হতে হবে।

৩। পর্যাপ্ত সময় নিয়ে অভীক্ষা তৈরি করতে হবে।

৪। অভীক্ষার কাঠিন্যমাত্রা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

৫। প্রশ্ন ক্রমেই সহজ থেকে কঠিনরূপে বিন্যাসিত হবে।

৬। অভীক্ষার প্রশ্নে কোন অস্পষ্টতা ও ভুল তথ্য থাকবে না।

৭। অভীক্ষার প্রতি প্রশ্নের মান পূর্বে বর্ণিত হবে।

৮। রচনাধর্মী অভীক্ষায় একই প্রশ্নে বেশি নম্বর থাকলে তাও বিভাজন করে দেখাতে হবে।

৯। অভীক্ষাটিতে কিভাবে নম্বর প্রদান করতে হবে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে পূর্বেই জানাতে হবে।

১০। অভীক্ষার স্বচ্ছতা নির্ণয়ে শিক্ষককে তার পেশাগত নীতি (Professional Ethics) মেনে চলতে হবে।

মূল্যায়ন

১। নম্বর প্রদান কী?

২। ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের নম্বর প্রদনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

৩। ভাল মূল্য যাচাইয়ের জন্য অভীক্ষার কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়?

৪। নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করুন।

অধিবেশন ৫৬

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক.

১। অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত

২। ধারাবাহিক প্রক্রিয়া

৩। পরিমাপ করে

পর্ব-খ.

১। বিষয়গত জ্ঞানের যাচাই

২। পাঠোন্নতির অগ্রসরতা ও অনগ্রসরতার পরিমাপ

৩। ভবিষ্যত সফলতার দিক নির্দেশনা

৪। শিক্ষা কাজে উৎসাহ সৃষ্টি করা

৫। শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও মনোভাবের উন্নয়নের পরিমাপ

পর্ব-গ.

১। অভীক্ষার স্বচ্ছতা (Clearity of test)

২। অভীক্ষার যথার্থতা (Validity of test)

৩। অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা (Reliability of test)

৪। অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity of test)

৫। অভীক্ষার আদর্শায়ন (Standardization)

পর্ব-ঘ.

১। বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকতে হবে

২। অভীক্ষা তৈরিতে পারদর্শী হতে হবে

৩। পর্যাপ্ত সময় নিয়ে অভীক্ষা তৈরি করতে হবে

৪। অভীক্ষার কাঠিন্যমাত্রা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে

৫। প্রশ্ন ক্রমেই সহজ থেকে কঠিনরূপে বিন্যাসিত হবে

ইউনিট ৮ **অধিবেশন ৫৭**

স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন

ভূমিকা

যে প্রক্রিয়ায় কোন একটি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, নৈপুণ্য, অর্জিত জ্ঞান অথবা সাফল্য যাচাই করা হয়, তাকে পরীক্ষা বলে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচনের এবং স্কুল ও শিক্ষকের কর্মকাণ্ডের সাফল্যের পরিমাপক। শিক্ষণ কাজের সাথে পরীক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা যাচাই করার প্রচলিত কৌশল হল পরীক্ষা। আর পরীক্ষা গ্রহণের অন্যতম হাতিয়ার বা উপকরণ হল প্রশ্নপত্র।

স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রধানত দু'প্রকার। যথাঃ
১। রচনামূলক প্রশ্নপত্র (Essay type question paper)
২। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র (Objective type question paper)

রচনামূলক প্রশ্নপত্রকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

i) সংক্ষিপ্ত উত্তর জাতীয় রচনামূলক প্রশ্নপত্র (Short answer essay type question paper)
ii) দীর্ঘ উত্তর জাতীয় রচনামূলক প্রশ্নপত্র (Long answer essay type question paper)

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- প্রশ্নপত্রকে সংজ্ঞায়িত ও শ্রেণীবিন্যাস করতে পারবেন।
- স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ব্যবসায় পরিচিতি (রচনামূলক) বিষয়ের নমুনা প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক. প্রশ্নপত্রের সংগা ও শ্রেণীবিন্যাস

যে প্রক্রিয়ায় কোন একটি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, নৈপুণ্য, অর্জিত জ্ঞান অথবা সাফল্য যাচাই করা হয়, তাকে পরীক্ষা বলে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচনের এবং স্কুল ও শিক্ষকের কর্মকাণ্ডের সাফল্যের পরিমাপক। শিক্ষণ কাজের সাথে পরীক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা যাচাই করার প্রচলিত কৌশল হল পরীক্ষা। আর পরীক্ষা গ্রহণের অন্যতম হাতিয়ার বা উপকরণ হল প্রশ্নপত্র। অর্থাৎ যে পত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাই হলো প্রশ্নপত্র (Question Paper)।

স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রধানত দু'প্রকার। যথাঃ

১। রচনামূলক প্রশ্নপত্র (Essay type question paper)

২। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র (Objective type question paper)

রচনামূলক প্রশ্নপত্রকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

i) সংক্ষিপ্ত উত্তর জাতীয় রচনামূলক প্রশ্নপত্র (Short answer essay type question paper)

ii) দীর্ঘ উত্তর জাতীয় রচনামূলক প্রশ্নপত্র (Long answer essay type question paper)

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি ঃ

১। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ভূমিকা কেমন?

২। শিক্ষণ কাজের সাথে পরীক্ষা কেমন ভাবে জড়িত?

৩। পরীক্ষা গ্রহণের অন্যতম হাতিয়ার বা উপকরণ কি?

৪। যে পত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাকে কি বলে?

৫। প্রশ্নপত্র প্রধানত কত প্রকার?

পর্ব-খ. স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের বৈশিষ্ট্য

১। প্রশ্নপত্র বা অভীক্ষার গঠনঃ স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাঠ্যপুস্তক এবং জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে প্রণয়ন করা হয়।

২। শতকরা ৫০ নম্বর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ স্কুল পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্রের নৈর্ব্যক্তিক ও রচনাধর্মী দু'টি অংশ রয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক অংশ শতকরা ৫০ নম্বর এবং বাকি শতকরা ৫০ নম্বর রচনামূলক অংশ। ফলে ভাল প্রশ্নপত্রের বৈশিষ্ট্য আংশিক হলেও সংরক্ষিত হচ্ছে।

৩। নির্দেশনাঃ উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকগণকে স্কুল থেকে উত্তরপত্রের সাথে নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়। ফলে প্রশ্নপত্রের নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন সম্ভব।

৪। নম্বর বণ্টনঃ প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন প্রশ্নে এমনকি প্রশ্নের ছোট ছোট অংশের যেমন ক, খ, গ অংশ ইত্যাদিতে কত নম্বর তা দেয়া থাকে। অর্থাৎ নম্বর বণ্টন সুস্পষ্ট। ফলে নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় থাকে।

৫। কম্পিউটার ব্যবহারঃ পরীক্ষার্থীদের নম্বর সংরক্ষণের জন্য সম্প্রতি কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে।

৬। গ্রেডিং পদ্ধতি চালুঃ শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতি হলঃ

স্কোর	গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট
৮০-১০০	A+	৫
৭০-৭৯	A	৪
৬০-৬৯	A-	৩.৫
৫০-৫৯	B	৩
৪০-৪৯	C	২
৩৩-৩৯	D	১
০-৩২	F	০

গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর ফলে ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি হওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতা স্তিমিত হয়েছে এবং একটা আন্তর্জাতিক উন্নত ভাবধারা এ পর্যায়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ৬টি বৈশিষ্ট্য লিখে নিচের ছকটি পূরণ করি ঃ

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

পর্ব-গ. স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১। শিখনের উদ্দেশ্যগুলোকে বিশেষধর্মী আচরণগত উদ্দেশ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। প্রশ্নপত্র রচনায় কোন উদ্দেশ্যের উপর কতটুকু গুরুত্ব দেয়া উচিত, তা ঠিক করতে হবে।

২। বিষয়ের সমগ্র অংশের উপর প্রশ্ন করতে হবে। কোন অংশের উপর কতটুকু গুরুত্ব দেয়া হবে তা আগেই ঠিক করতে হবে।

৩। প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন কি অনুপাতে থাকবে তা ঠিক করতে হবে। প্রশ্নের সংখ্যা কত হবে তাও ঠিক করতে হবে।

৪। শিক্ষার্থীর মানসিক যোগ্যতা, বিষয়বস্তুর জটিলতা, প্রশ্নের উদ্দেশ্য ও পরীক্ষার সময় বিবেচনা করে প্রশ্নের কাঠিন্যের মাত্রা প্রাথমিকভাবে ঠিক করতে হবে। বিভিন্ন কাঠিন্যের প্রশ্ন কী অনুপাতে থাকবে তাও ঠিক করতে হবে।

৫। প্রশ্নপত্রের ভাষা সহজ, স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হবে।

৬। প্রশ্নপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন মেধাবী ও কম-মেধাবী শিক্ষার্থীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

৭। উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করা প্রয়োজন যাতে উত্তরের সীমা নির্দিষ্ট হয়।

৮। উদ্দেশ্য, বিষয়ের বিভিন্ন অংশ ও প্রশ্নের গঠন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশ্নের কোনটির উপর কত গুরুত্ব দিতে হবে তা চূড়ান্তভাবে ঠিক করে একটি পদ নির্দিষ্টকরণ সারণি (Item Specification Table) তৈরি করতে হবে।

৯। একই ধরনের প্রশ্নগুলোকে এক জায়গায় রাখতে হবে। যেমন-রচনামূলক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (এক কথায় প্রকাশ, বহু নির্বাচনী প্রশ্ন, মিলকরণ, শূন্যস্থান পূরণ, সত্য-মিথ্যা যাচাই) ইত্যাদি।

১০। প্রশ্নপত্রের প্রশ্নগুলোকে কাঠিন্যের উর্ধক্রমে সাজাতে হবে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে ৩টি বিবেচ্য বিষয় লিখে নিচের ছকটি পূরণ করি ঃ

১।
২।
৩।

পর্ব-ঘ.ব্যবসায় পরিচিতি (রচনামূলক) বিষয়ের নমুনা প্রশ্নপত্র

বিষয়ঃ ব্যবসায় পরিচিতি (রচনামূলক)

সময়ঃ ২ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৫০

‘ক’ বিভাগ

যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ	নম্বর
১। ব্যবসায় বলতে কী বোঝায়? ব্যবসায় বিষয় পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা কর।	৩+৭=১০
২। উদ্যোক্তা কাকে বলে? একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি বর্ণনা কর।	২+৮=১০
৩। ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদানগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।	১০
৪। একমালিকানা ব্যবসায় কাকে বলে? একমালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা কর।	২+৮=১০

৫। বাজারজাতকরণ কী? স্থানীয় কৃষি পণ্য কিভাবে বাজারজাত করা হয়? ২+৮=১০

৬। পাইকার কে? বণ্টন প্রণালীতে তার অবস্থান উল্লেখ কর। বিভিন্ন প্রকার পাইকারের বর্ণনা দাও। ২+১+৭=১০

৭। ব্যবসায়িক পত্র কাকে বলে? ব্যবসায়িক পত্রের কাঠামো বর্ণনা কর। ২+৮=১০

৮। ফরমায়েশ পত্রে কি কি বিষয় উল্লেখ করতে হয়? ১০

‘খ’ বিভাগ

যে-কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

৯। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ কি কি? ৫

১০। বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক হিসাবের বর্ণনা দাও। ৫

১১। স্থান নির্বাচন খুচরা ব্যবসায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ৫

১২। বীমাযোগ্য স্বার্থ কাকে বলে? ৫

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা ব্যবসায় পরিচিতি (রচনামূলক) বিষয়ের নমুনা প্রশ্নপত্র নিচের ছকে লিখে পূরণ করি ঃ

’ক’ বিভাগ

ব্যবসায় পরিচিতি বিষয়ের ৮টি অধ্যায় থেকে পৃথকভাবে একটি করে সম্ভাব্য দীর্ঘ উত্তর বিশিষ্ট প্রশ্ন লিখুন ঃ

১। ব্যবসায় বলতে কি বোঝায়? ব্যবসায় বিষয় পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা কর।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

৭।
৮।

‘খ’ বিভাগ

ব্যবসায় পরিচিতি বিষয়ের ৪টি অধ্যায় থেকে পৃথকভাবে একটি করে সংক্ষিপ্ত উত্তর বিশিষ্ট প্রশ্ন লিখুনঃ

১। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ কি কি?
২।
৩।
৪।

ইউনিট ৮ **অধিবেশন ৫৭**

মূল শিখনীয় বিষয়

স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন

প্রশ্নপত্র (Question Paper) ঃ

যে প্রক্রিয়ায় কোন একটি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, নৈপুণ্য, অর্জিত জ্ঞান অথবা সাফল্য যাচাই করা হয়, তাকে পরীক্ষা বলে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচনের এবং স্কুল ও শিক্ষকের কর্মকাণ্ডের সাফল্যের পরিমাপক। শিক্ষণ কাজের সাথে পরীক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা যাচাই করার প্রচলিত কৌশল হল পরীক্ষা। আর পরীক্ষা গ্রহণের অন্যতম হাতিয়ার বা উপকরণ হল প্রশ্নপত্র। অর্থাৎ যে পত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাই হলো প্রশ্নপত্র (Question Paper)।

স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রধানত দু'প্রকার। যথাঃ

১। রচনামূলক প্রশ্নপত্র (Essay type question paper)

২। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র (Objective type question paper)

রচনামূলক প্রশ্নপত্রকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

i) সংক্ষিপ্ত উত্তর জাতীয় রচনামূলক প্রশ্নপত্র (Short answer essay type question paper)

ii) দীর্ঘ উত্তর জাতীয় রচনামূলক প্রশ্নপত্র (Long answer essay type question paper)

স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের বৈশিষ্ট্যঃ

১। প্রশ্নপত্র বা অভীক্ষার গঠনঃ স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাঠ্যপুস্তক এবং জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে প্রণয়ন করা হয়।

২। শতকরা ৫০ নম্বর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ স্কুল পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্রের নৈর্ব্যক্তিক ও রচনাধর্মী দু'টি অংশ রয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক অংশ শতকরা ৫০ নম্বর এবং বাকি শতকরা ৫০ নম্বর রচনামূলক অংশ। ফলে ভাল প্রশ্নপত্রের বৈশিষ্ট্য আংশিক হলেও সংরক্ষিত হচ্ছে।

৩। নির্দেশনা ঃ উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকগণকে স্কুল থেকে উত্তরপত্রের সাথে নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়। ফলে প্রশ্নপত্রের নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন সম্ভব।

৪। নম্বর বন্টনঃ প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন প্রশ্নে এমনকি প্রশ্নের ছোট ছোট অংশের যেমন ক, খ, গ অংশ ইত্যাদিতে কত নম্বর তা দেয়া থাকে। অর্থাৎ নম্বর বন্টন সুস্পষ্ট। ফলে নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় থাকে।

৫। কম্পিউটার ব্যবহার ঃ পরীক্ষার্থীদের নম্বর সংরক্ষণের জন্য সম্প্রতি কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে।

৬। গ্রেডিং পদ্ধতি চালুঃ শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতি হলঃ

স্কোর	গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট
৮০-১০০	A+	৫
৭০-৭৯	A	৪
৬০-৬৯	A-	৩.৫
৫০-৫৯	B	৩
৪০-৪৯	C	২
৩৩-৩৯	D	১
০-৩২	F	০

গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর ফলে ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি হওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতা স্তিমিত হয়েছে এবং একটা আন্তর্জাতিক উন্নত ভাবধারা এ পর্যায়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। শিখনের উদ্দেশ্যগুলোকে বিশেষধর্মী আচরণগত উদ্দেশ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। প্রশ্নপত্র রচনায় কোন উদ্দেশ্যের উপর কতটুকু গুরুত্ব দেয়া উচিত, তা ঠিক করতে হবে।

২। বিষয়ের সমগ্র অংশের উপর প্রশ্ন করতে হবে। কোন অংশের উপর কতটুকু গুরুত্ব দেয়া হবে তা আগেই ঠিক করতে হবে।

৩। প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন কি অনুপাতে থাকবে তা ঠিক করতে হবে। প্রশ্নের সংখ্যা কত হবে তাও ঠিক করতে হবে।

৪। শিক্ষার্থীর মানসিক যোগ্যতা, বিষয়বস্তুর জটিলতা, প্রশ্নের উদ্দেশ্য ও পরীক্ষার সময় বিবেচনা করে প্রশ্নের কাঠিন্যের মাত্রা প্রাথমিকভাবে ঠিক করতে হবে। বিভিন্ন কাঠিন্যের প্রশ্ন কী অনুপাতে থাকবে তাও ঠিক করতে হবে।

৫। প্রশ্নপত্রের ভাষা সহজ, স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হবে।

৬। প্রশ্নপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন মেধাবী ও কম-মেধাবী শিক্ষার্থীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

৭। উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করা প্রয়োজন যাতে উত্তরের সীমা নির্দিষ্ট হয়।

৮। উদ্দেশ্য, বিষয়ের বিভিন্ন অংশ ও প্রশ্নের গঠন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশ্নের কোনটির উপর কত গুরুত্ব দিতে হবে তা চূড়ান্তভাবে ঠিক করে একটি পদ নির্দিষ্টকরণ সারণি (Item Specification Table) তৈরি করতে হবে।

৯। একই ধরনের প্রশ্নগুলোকে এক জায়গায় রাখতে হবে। যেমন-রচনামূলক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (এক কথায় প্রকাশ, বহু নির্বাচনী প্রশ্ন, মিলকরণ, শূন্যস্থান পূরণ, সত্য-মিথ্যা যাচাই) ইত্যাদি।

১০। প্রশ্নপত্রের প্রশ্নগুলোকে কাঠিন্যের উর্ধক্রমে সাজাতে হবে।

ব্যবসায় পরিচিতি (রচনামূলক) বিষয়ের নমুনা প্রশ্নপত্রঃ

বিষয়ঃ ব্যবসায় পরিচিতি (রচনামূলক)

সময়ঃ ২ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৫০

‘ক’ বিভাগ

যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

		নম্বর
১।	ব্যবসায় বলতে কী বোঝায়? ব্যবসায় বিষয় পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা কর।	৩+৭=১০
২।	উদ্যোক্তা কাকে বলে? একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি বর্ণনা কর।	২+৮=১০
৩।	ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদানগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।	১০
৪।	একমালিকানা ব্যবসায় কাকে বলে? একমালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা কর।	২+৮=১০
৫।	বাজারজাতকরণ কী? স্থানীয় কৃষি পণ্য কিভাবে বাজারজাত করা হয়?	২+৮=১০
৬।	পাইকার কে? বণ্টন প্রণালীতে তার অবস্থান উল্লেখ কর। বিভিন্ন প্রকার পাইকারের বর্ণনা দাও।	২+১+৭=১০
৭।	ব্যবসায়িক পত্র কাকে বলে? ব্যবসায়িক পত্রের কাঠামো বর্ণনা কর।	২+৮=১০
৮।	ফরমায়েশ পত্রে কি কি বিষয় উল্লেখ করতে হয়?	১০

‘খ’ বিভাগ

যে-কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

৯।	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ কি কি?	৫
১০।	বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক হিসাবের বর্ণনা দাও।	৫
১১।	স্থান নির্বাচন খুচরা ব্যবসায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?	৫
১২।	বীমাযোগ্য স্বার্থ কাকে বলে?	৫

মূল্যায়ন

১. প্রশ্নপত্র কাকে বলে? ইহা কত প্রকার ও কি কি ?

২. প্রশ্নপত্র প্রণয়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।

৩. স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করুন।

অধিবেশন -৫৭

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক.

১। খুবই গুরুত্বপূর্ণ

২। অঙ্গাঙ্গিভাবে

৩। প্রশ্নপত্র

৪। প্রশ্নপত্র

৫। দু'প্রকার

পর্ব-খ.

১। প্রশ্নপত্র বা অভীক্ষা জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে করা হয়

২। শতকরা ৫০ নম্বর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকে

৩। মূল্যায়নের জন্য নির্দেশনা পত্র প্রদান করা হয়

৪। নম্বর বণ্টন সুস্পষ্ট

৫। কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়

৬। গ্রেডিং পদ্ধতি চালু আছে

পর্ব-গ.

১। শিখনের উদ্দেশ্যগুলোকে বিশেষধর্মী আচরণগত উদ্দেশ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। প্রশ্নপত্র রচনায় কোন উদ্দেশ্যের উপর কতটুকু গুরুত্ব দেয়া উচিত, তা ঠিক করতে হবে

২। বিষয়ের সমগ্র অংশের উপর প্রশ্ন করতে হবে। কোন অংশের উপর কতটুকু গুরুত্ব দেয়া হবে তা আগেই ঠিক করতে হবে

৩। প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন কি অনুপাতে থাকবে তা ঠিক করতে হবে। প্রশ্নের সংখ্যা কত হবে তাও ঠিক করতে হবে

পর্ব-ঘ.

‘ক’ বিভাগ

১। উদ্যোক্তা কাকে বলে? একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি বর্ণনা কর।

২। ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদানগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৩। একমালিকানা ব্যবসায় কাকে বলে? একমালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা কর।

৪। বাজারজাতকরণ কী? স্থানীয় কৃষি পণ্য কিভাবে বাজারজাত করা হয়?

৫। পাইকার কে? বণ্টন প্রণালীতে তার অবস্থান উল্লেখ কর। বিভিন্ন প্রকার

৬। পাইকারের বর্ণনা দাও।

৭। ব্যবসায়িক পত্র কাকে বলে? ব্যবসায়িক পত্রের কাঠামো বর্ণনা কর।

৮। ফরমায়েশ পত্রে কি কি বিষয় উল্লেখ করতে হয়?

‘খ’ বিভাগ

১। বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক হিসাবের বর্ণনা দাও।

২। স্থান নির্বাচন খুচরা ব্যবসায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩। বীমাযোগ্য স্বার্থ কাকে বলে?

ইউনিট ৮ **অধিবেশন ৫৮**

স্কুল পরীক্ষার নম্বর প্রদান ঃ নম্বর প্রদান সূচি

ভুমিকা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার অন্যতম প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয় বা স্কুল। স্কুলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসে। শিক্ষক সারা বছর অত্যন্ত আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে তাদের পাঠদান করেন এবং পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেন। আর শিক্ষার্থীরাও নিজেকে জানতে পারে। পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো নম্বর।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- স্কুল পরীক্ষার নম্বর প্রদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- নম্বর প্রদানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নৈর্ব্যক্তিক নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- নম্বর প্রদান সূচি নির্ধারণ করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক. স্কুল পরীক্ষার নম্বর প্রদান সম্পর্কে ধারণা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার অন্যতম প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয় বা স্কুল। স্কুলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসে। শিক্ষক সারা বছর অত্যন্ত আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে তাদের পাঠদান করেন এবং পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেন। আর শিক্ষার্থীরাও নিজেকে জানতে পারে। পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো নম্বর।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি ঃ

১। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার অন্যতম প্রতিষ্ঠান কী?

২। স্কুলে শিক্ষার্থীরা আসে কেন?

৩। শিক্ষক কিসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেন?

৪। পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ের মাপকাঠি কী?

পর্ব-খ. নম্বর প্রদানের গুরুত্ব

১। শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের সংখ্যাগত প্রকাশের জন্য;

২। মূল্যায়ন করতে সহায়তা করার জন্য;

৩। শিক্ষার্থীর স্বকীয়তা নির্ণয়ের জন্য;

৪। ফলাফলের অগ্রগামিতা নির্ধারণের জন্য;

৫। শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মাত্রা নিরূপণের জন্য;

৬। একই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে তুলনা করার জন্য;

৭। শিখনফলের সাথে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের সম্পর্ক নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য;

৮। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের সহ-সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা নম্বর প্রদানের ৪টি গুরুত্ব লিখে নিচের ছকটি পূরণ করি ঃ

১।
২।
৩।
৪।

পর্ব-গ. নৈর্ব্যক্তিক নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

রচনামূলক অভীক্ষায় নম্বর দানের পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিকতা আনয়ন সম্ভব নয়। তবুও অভীক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি নজর রাখলে অনেক পরিমাণ নৈর্ব্যক্তিকতা আনয়ন সম্ভব হবে–

১। প্রতিটি উত্তর পত্র নমুনা উত্তর পত্রের সাথে মিল রেখে মূল্যায়ন করতে হবে।

২। নম্বর প্রদানের জন্য একটি পরিকল্পনা (গধৎশরহম ঝপযবসব) প্রণয়ন করতে হবে। একটি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ থাকলে প্রশ্নটির জন্য মোট বরাদ্দকৃত নম্বর কিভাবে বিভাজন করতে হবে তার উল্লেখ থাকবে। তাছাড়া কি ধরনের ভুল উত্তরের জন্য কত নম্বর কাটতে হবে তারও উল্লেখ থাকবে।

৩। পক্ষপাতিত্ব দূর করতে হলে একদল পরীক্ষক একত্রে বসে সবগুলো উত্তরপত্রের কেবল একটি প্রশ্নের উত্তর একজন দেখবেন। এভাবে যতটি প্রশ্ন ঠিক ততজন পরীক্ষক নিয়ে দলগঠন করলে পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হবে।

৪। পরীক্ষার্থীর নাম, রোল নম্বর না জেনে উত্তর পত্র মূল্যায়ন করতে হবে।

৫। খাতা মূল্যায়ন যদি দলগতভাবে করা সম্ভব না হয় তবে খাতার ক্রমিক অনুসারে খাতা মূল্যায়ন না করে প্রশ্নের ক্রম অনুসারে খাতা মূল্যায়ন করা যায়। যে কোন প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন করতে হলে তা প্রত্যেকটি খাতায় মূল্যায়ন করতে হবে। তারপর অনুরূপভাবে অন্য প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন করতে হবে।

৬। একটি প্রশ্নের উত্তর সমগ্র খাতায় একই বৈঠকে দেখে সমাপ্ত করা বাঞ্ছনীয়।

৭। অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের মূল্যায়নের মান ঠিক রাখার জন্য একই ধরনের নম্বর প্রাপ্ত খাতাগুলো পুনরায় তুলনা করে দেখতে হবে।

৮। সম্ভব হলে পরীক্ষককে খাতা সরবরাহ করার পূর্বে খাতায় কোড নম্বর ব্যবহার করে সরবরাহ করা উচিত।

৯। যে সকল প্রশ্নের উত্তরে অধিকসংখ্যক তথ্য বর্তমান সেক্ষেত্রে তথ্যগুলির তালিকা প্রস্তুত করার প্রয়োজন।

১০। নম্বর প্রদান শেষ করে পুনরায় সমগ্র খাতা তুলনামূলকভাবে বিচার করা প্রয়োজন।

১১। প্রকাশভঙ্গি বা বর্ণনার চাতুর্যে মুগ্ধ না হয়ে পরীক্ষার উদ্দেশ্য বা বিষয়বস্তুর প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

১২। উচ্চ শ্রেণীর অভীক্ষায় একই খাতা একাধিক পরীক্ষক দ্বারা দেখানো উচিত।

১৩। মূল্যায়ন সম্পর্কে অভীক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা নিচের ছকটি পূরণ করি ঃ

১. প্রতিটি উত্তর পত্র নম না উত্তর পত্রের সাথে মিল রেখে	
২. নম্বর প্রদানের জন্য একটি পরিকল্পনা (Marking Scheme)	
৩. পরীক্ষার্থীর নাম, রোল নম্বর না জেনে উত্তর পত্র	
৪. একটি প্রশ্নের উত্তর সমগ্র খাতায় একই বৈঠকে দেখে	

পর্ব-ঘ. নম্বর প্রদান সূচি নির্ধারণ

নিরীক্ষককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে নম্বর প্রদান কার্যসূচি নির্ধারণ করতে হয়–

- বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা হবে কিনা;
- ভাষাগত ত্রুটির জন্য নম্বর কাটা হবে কিনা;
- প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উত্তরের যথার্থতা আছে কিনা;
- সংজ্ঞার ক্ষেত্রে রেফারেন্স আছে কিনা;
- উত্তর উপস্থাপনের/সংগঠনের মান (যেমন-ভূমিকা, মূল বিষয়, উপসংহার আছে কিনা);
- উত্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছক/চার্টের জন্য কত নম্বর রাখা হবে;
- পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য কত নম্বর রাখা হবে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা নম্বর প্রদান কার্য্যসুচি নির্ধারণের ৪টি বিবেচ্য বিষয় লিখে নিচের ছকটি পূরণ করি ঃ

১।
২।
৩।
৪।

মূল শিখনীয় বিষয়

স্কুল পরীক্ষার নম্বর প্রদান ঃ নম্বর প্রদান সূচি

স্কুল পরীক্ষার নম্বর প্রদান ঃ

আনুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার অন্যতম প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয় বা স্কুল। স্কুলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসে। শিক্ষক সারা বছর অত্যন্ত আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে তাদের পাঠদান করেন এবং পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেন। আর শিক্ষার্থীরাও নিজেকে জানতে পারে। পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো নম্বর।

নম্বর প্রদানের গুরুত্ব ঃ

১। শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের সংখ্যাগত প্রকাশের জন্য;

২। মূল্যায়ন করতে সহায়তা করার জন্য;

৩। শিক্ষার্থীর স্বকীয়তা নির্ণয়ের জন্য;

৪। ফলাফলের অগ্রগামিতা নির্ধারণের জন্য;

৫। শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মাত্রা নিরূপণের জন্য;

৬। একই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে তুলনা করার জন্য;

৭। শিখনফলের সাথে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের সম্পর্ক নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য;

৮। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের সহ-সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য।

নৈর্ব্যক্তিক নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

রচনামূলক অভীক্ষায় নম্বর দানের পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিকতা আনয়ন সম্ভব নয়। তবুও অভীক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি নজর রাখলে অনেক পরিমাণ নৈর্ব্যক্তিকতা আনয়ন সম্ভব হবে–

১। প্রতিটি উত্তর পত্র নমুনা উত্তর পত্রের সাথে মিল রেখে মূল্যায়ন করতে হবে।

২। নম্বর প্রদানের জন্য একটি পরিকল্পনা (Marking Scheme) প্রণয়ন করতে হবে। একটি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ থাকলে প্রশ্নটির জন্য মোট বরাদ্দকৃত নম্বর কিভাবে বিভাজন

করতে হবে তার উল্লেখ থাকবে। তাছাড়া কি ধরনের ভুল উত্তরের জন্য কত নম্বর কাটতে হবে তারও উল্লেখ থাকবে।

৩। পক্ষপাতিত্ব দূর করতে হলে একদল পরীক্ষক একত্রে বসে সবগুলো উত্তরপত্রের কেবল একটি প্রশ্নের উত্তর একজন দেখবেন। এভাবে যতটি প্রশ্ন ঠিক ততজন পরীক্ষক নিয়ে দলগঠন করলে পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হবে।

৪। পরীক্ষার্থীর নাম, রোল নম্বর না জেনে উত্তর পত্র মূল্যায়ন করতে হবে।

৫। খাতা মূল্যায়ন যদি দলগতভাবে করা সম্ভব না হয় তবে খাতার ক্রমিক অনুসারে খাতা মূল্যায়ন না করে প্রশ্নের ক্রম অনুসারে খাতা মূল্যায়ন করা যায়। যে কোন প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন করতে হলে তা প্রত্যেকটি খাতায় মূল্যায়ন করতে হবে। তারপর অনুরূপভাবে অন্য প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন করতে হবে।

৬। একটি প্রশ্নের উত্তর সমগ্র খাতায় একই বৈঠকে দেখে সমাপ্ত করা বাঞ্ছনীয়।

৭। অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের মূল্যায়নের মান ঠিক রাখার জন্য একই ধরনের নম্বর প্রাপ্ত খাতাগুলো পুনরায় তুলনা করে দেখতে হবে।

৮। সম্ভব হলে পরীক্ষককে খাতা সরবরাহ করার পূর্বে খাতায় কোড নম্বর ব্যবহার করে সরবরাহ করা উচিত।

৯। যে সকল প্রশ্নের উত্তরে অধিকসংখ্যক তথ্য বর্তমান সেক্ষেত্রে তথ্যগুলির তালিকা প্রস্তুত করার প্রয়োজন।

১০। নম্বর প্রদান শেষ করে পুনরায় সমগ্র খাতা তুলনামূলকভাবে বিচার করা প্রয়োজন।

১১। প্রকাশভঙ্গি বা বর্ণনার চাতুর্যে মুগ্ধ না হয়ে পরীক্ষার উদ্দেশ্য বা বিষয়বস্তুর প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

১২। উচ্চ শ্রেণীর অভীক্ষায় একই খাতা একাধিক পরীক্ষক দ্বারা দেখানো উচিত।

১৩। মূল্যায়ন সম্পর্কে অভীক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

নম্বর প্রদান সূচি নির্ধারণ ঃ

নিরীক্ষককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে নম্বর প্রদান কার্যসূচি নির্ধারণ করতে হয়–

- বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা হবে কিনা;
- ভাষাগত ত্রুটির জন্য নম্বর কাটা হবে কিনা;
- প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উত্তরের যথার্থতা আছে কিনা;
- সংজ্ঞার ক্ষেত্রে রেফারেন্স আছে কিনা;

- উত্তর উপস্থাপনের/সংগঠনের মান (যেমন- ভূমিকা, মূল বিষয়, উপসংহার আছে কিনা);
- উত্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছক/চার্টের জন্য কত নম্বর রাখা হবে;
- পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য কত নম্বর রাখা হবে।

মূল্যায়ন

১। স্কুল পরীক্ষার নম্বর প্রদান বলতে কি বোঝায়?

২। নম্বর প্রদানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৩। নৈর্ব্যক্তিক নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয়সমূহ কি কি?

৪। কোন কোন বিষয় বিবেচনা করে নম্বর প্রদান কার্যসুচি নির্ধারণ করতে হয়?

অধিবেশন - ৫৮

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক.

১। বিদ্যালয় বা স্কুল

২। শিক্ষা গ্রহণের জন্য

৩। পরীক্ষার মাধ্যমে

৪। নম্বর

পর্ব-খ.

১। শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের সংখ্যাগত প্রকাশের জন্য

২। মূল্যায়ন করতে সহায়তা করার জন্য

৩। শিক্ষার্থীর স্বকীয়তা নির্ণয়ের জন্য

৪। ফলাফলের অগ্রগামিতা নির্ধারণের জন্য

পর্ব-গ.

১। মূল্যায়ন করতে হবে

২। প্রণয়ন করতে হবে

৩। মূল্যায়ন করতে হবে

৪। সমাপ্ত করা বাঞ্ছনীয়

পর্ব-ঘ.

১। বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা হবে কিনা

২। ভাষাগত ত্রুটির জন্য নম্বর কাটা হবে কিনা

৩। প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উত্তরের যথার্থতা আছে কিনা

৪। সংজ্ঞার ক্ষেত্রে রেফারেন্স আছে কিনা

ইউনিট - ৮ **অধিবেশন - ৫৯**

নম্বর যাচাইকরণ ও সংশোধন

ভূমিকা

যে প্রক্রিয়া বা কৌশলের মাধ্যমে নম্বর প্রদানের ভুলত্রুটি ও সঠিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, তাকে নম্বর যাচাইকরণ বলে।

স্কুল পরীক্ষার নম্বর যাচাইকরণের কৌশলগুলো হলো –

ক. পরীক্ষার্থী কর্তৃক উত্তর দেয়া আবশ্যক এরূপ সকল উত্তরের জন্য নম্বর দেয়া হয়েছে কিনা এবং কোন অতিরিক্ত উত্তর দেয়া হয়েছে কিনা;

খ. প্রশ্নের সাথে উত্তরের মিল আছে কিনা;

গ. অতিরিক্ত উত্তর ও অপ্রাসঙ্গিক উত্তর নিয়মানুযায়ী চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা;

ঘ. উত্তরপত্রে প্রশ্নোত্তর নম্বর লিখতে ভুল করলে বা না লিখলে পরীক্ষক তা ঠিক করে লিখে যথাযথভাবে নম্বর প্রদান করেছে কিনা;

ঙ. সকল প্রশ্নের উত্তরগুলোর জন্য প্রদত্ত নম্বর উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় উঠানো হয়েছে কিনা এবং নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা;

চ. উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় নোট করা নম্বরগুলি শুদ্ধভাবে যোগ করা হয়েছে কিনা;

ছ. উপত্তরপত্রের নম্বরের সাথে মার্কসীটের নম্বরের তুলনা করা;

জ. দৃষ্টিভঙ্গির অমিলের কারণে নম্বর প্রদানে পার্থক্য হয়েছে কিনা;

ঝ. অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিরীক্ষক নিয়োগ করা;

ঞ. নম্বর যাচাইকরণের সর্বাধিক কার্যকর ও প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে উত্তরপত্র ২য় পরীক্ষণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে ৩য় পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা। সাধারণত ১ম ও ২য় পরীক্ষণের নম্বর গড় করে স্কোর নির্ধারণ করা হয়; তবে ১ম ও ২য় পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের মধ্যে যদি ২০% নম্বরের পার্থক্য হয়, তখন উক্ত উত্তরপত্র ৩য় পরীক্ষকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। ৩য় পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের সাথে পূর্বে দেওয়া যে নম্বরটি কাছাকাছি হবে তার নম্বরের সাথে গড় করে স্কোর নির্ধারণ করা হয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

১. নম্বর যাচাইকরণকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন ও কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

২. নম্বর যাচাইকরণের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩. নম্বর সংশোধনকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন ও নম্বর সংশোধনের সূত্র উল্লেখ করতে পারবেন।

৪. নম্বর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক. নম্বর যাচাইকরণের সংজ্ঞা ও কৌশল

নম্বর যাচাইকরণ ঃ

যে প্রক্রিয়া বা কৌশলের মাধ্যমে নম্বর প্রদানের ভুলত্রুটি ও সঠিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, তাকে নম্বর যাচাইকরণ বলে।

নম্বর যাচাইকরণের কৌশল ঃ

স্কুল পরীক্ষার নম্বর যাচাইকরণের কৌশলগুলো হলো –

ক. পরীক্ষার্থী কর্তৃক উত্তর দেয়া আবশ্যক এরূপ সকল উত্তরের জন্য নম্বর দেয়া হয়েছে কিনা এবং কোন অতিরিক্ত উত্তর দেয়া হয়েছে কিনা;

খ. প্রশ্নের সাথে উত্তরের মিল আছে কিনা;

গ. অতিরিক্ত উত্তর ও অপ্রাসঙ্গিক উত্তর নিয়মানুযায়ী চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা;

ঘ. উত্তরপত্রে প্রশ্নোত্তর নম্বর লিখতে ভুল করলে বা না লিখলে পরীক্ষক তা ঠিক করে লিখে যথাযথভাবে নম্বর প্রদান করেছে কিনা;

ঙ. সকল প্রশ্নের উত্তরগুলোর জন্য প্রদত্ত নম্বর উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় উঠানো হয়েছে কিনা এবং নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা;

চ. উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় নোট করা নম্বরগুলি শুদ্ধভাবে যোগ করা হয়েছে কিনা;

ছ. উপত্তরপত্রের নম্বরের সাথে মার্কসীটের নম্বরের তুলনা করা;

জ. দৃষ্টিভঙ্গির অমিলের কারণে নম্বর প্রদানে পার্থক্য হয়েছে কিনা;

ঝ. অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিরীক্ষক নিয়োগ করা;

ঞ. নম্বর যাচাইকরণের সর্বাধিক কার্যকর ও প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে উত্তরপত্র ২য় পরীক্ষণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে ৩য় পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা। সাধারণত ১ম ও ২য় পরীক্ষণের নম্বর গড় করে স্কোর নির্ধারণ করা হয়; তবে ১ম ও ২য় পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের মধ্যে যদি ২০% নম্বরের পার্থক্য হয়, তখন উক্ত উত্তরপত্র ৩য় পরীক্ষকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। ৩য় পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের সাথে পুর্বে দেওয়া যে নম্বরটি কাছাকাছি হবে তার নম্বরের সাথে গড় করে স্কোর নির্ধারণ করা হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা নম্বর যাচাইকরণের ৪টি কৌশল লিখে নিচের ছকটি পূরণ করি ঃ

১।
২।
৩।
৪।

পর্ব-খ. নম্বর যাচাইকরণের উপযোগিতা

নম্বর যাচাইকরণের উপযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ভুলত্রুটি পরিহার করা, সঠিক ও পদ্ধতিগতভাবে নম্বর যাচাই করা, পক্ষপাতিত্ব পরিহার করা, আদর্শমান বজায় রাখা, পরীক্ষকের অদক্ষতা দূর করা, মূল্যায়নের যথার্থতা, শিক্ষার্থীদের কোন অবস্থায়ই ক্ষতিগ্রস্থ না করা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি ঃ

১। নম্বর যাচাইকরণের উপযোগিতা কেমন?

২। নম্বর যাচাইকরণের ৩টি উপযোগিতা লিখুন।

পর্ব-গ. নম্বর সংশোধন

পরীক্ষক কর্তৃক উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার পর নিরীক্ষক যদি ঐ মূল্যায়নে কোন ভুল শনাক্ত করেন তবে ঐ সনাক্তকৃত ভুলকে সঠিকভাবে পুনঃপরীক্ষণপূর্বক নম্বর প্রদানকে নম্বর সংশোধন বলে।

নম্বর সংশোধনের সূত্র

সাধারণত বহু নির্বাচনীমূলক নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরকে সংশোধন করা হয়। যেহেতু বহু নির্বাচনী অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অনুমান নির্ভর উত্তর দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সেহেতু শিক্ষার্থীরা যেন অনুমান নির্ভর উত্তর দিয়ে বেশি নম্বর না পায় সেজন্য নিম্নের নম্বর সংশোধনের সূত্র ব্যবহার করা হয়।

সূত্রটি হল $S = R - \frac{W}{N-1}$

এখানে, S = স্কোর বা নম্বর
R = সঠিক উত্তরের সংখ্যা
W = ভুল উত্তরের সংখ্যা
N = বিকল্প উত্তরের সংখ্যা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি ঃ
১। পুনঃ পরীক্ষণপূর্বক নম্বর প্রদানকে কি বলে?
২। নম্বর সংশোধনের সূত্রটি কি?

পর্ব-ঘ. নম্বর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

নম্বর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নম্বর প্রদানে ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে খেয়াল রাখতে হবে যেন নিজের ভুলের কারণে শিক্ষার্থীরা কোন অবস্থায়ই ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। সঠিক নম্বর প্রদান, পরীক্ষকের অবহেলা রোধ, উত্তরপত্র মূল্যায়নে আন্তরিকতা সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের ক্ষতি রোধ করা, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় নির্ভরযোগ্যতা সৃষ্টি, পক্ষপাতিত্ব পরিহার করা, আদর্শমান বজায় রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নম্বর সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা নম্বর সংশোধনের ৩টি ক্ষেত্রের নাম লিখে নিচের ছকটি পূরণ করি ঃ

১।
২।
৩।

মূল শিখনীয় বিষয়

নম্বর যাচাইকরণ ও সংশোধন

নম্বর যাচাইকরণ ঃ

যে প্রক্রিয়া বা কৌশলের মাধ্যমে নম্বর প্রদানের ভুলত্রুটি ও সঠিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, তাকে নম্বর যাচাইকরণ বলে।

নম্বর যাচাইকরণের কৌশল ঃ

স্কুল পরীক্ষার নম্বর যাচাইকরণের কৌশলগুলো হলো –

ক. পরীক্ষার্থী কর্তৃক উত্তর দেয়া আবশ্যক এরূপ সকল উত্তরের জন্য নম্বর দেয়া হয়েছে কিনা এবং কোন অতিরিক্ত উত্তর দেয়া হয়েছে কিনা;

খ. প্রশ্নের সাথে উত্তরের মিল আছে কিনা;

গ. অতিরিক্ত উত্তর ও অপ্রাসঙ্গিক উত্তর নিয়মানুযায়ী চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা;

ঘ. উত্তরপত্রে প্রশ্নোত্তর নম্বর লিখতে ভুল করলে বা না লিখলে পরীক্ষক তা ঠিক করে লিখে যথাযথভাবে নম্বর প্রদান করেছে কিনা;

ঙ. সকল প্রশ্নের উত্তরগুলোর জন্য প্রদত্ত নম্বর উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় উঠানো হয়েছে কিনা এবং নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা;

চ. উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় নোট করা নম্বরগুলি শুদ্ধভাবে যোগ করা হয়েছে কিনা;

ছ. উপত্তরপত্রের নম্বরের সাথে মার্কসীটের নম্বরের তুলনা করা;

জ. দৃষ্টিভঙ্গির অমিলের কারণে নম্বর প্রদানে পার্থক্য হয়েছে কিনা;

ঝ. অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিরীক্ষক নিয়োগ করা;

ঞ. নম্বর যাচাইকরণের সর্বাধিক কার্যকর ও প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে উত্তরপত্র ২য় পরীক্ষণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে ৩য় পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা। সাধারণত ১ম ও ২য় পরীক্ষণের নম্বর গড় করে স্কোর নির্ধারণ করা হয়; তবে ১ম ও ২য় পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের মধ্যে যদি ২০% নম্বরের পার্থক্য হয়, তখন উক্ত উত্তরপত্র ৩য় পরীক্ষকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। ৩য় পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের সাথে পূর্বে দেওয়া যে নম্বরটি কাছাকাছি হবে তার নম্বরের সাথে গড় করে স্কোর নির্ধারণ করা হয়।

নম্বর যাচাইকরণের উপযোগিতা ঃ

নম্বর যাচাইকরণের উপযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ভুলত্রুটি পরিহার করা, সঠিক ও পদ্ধতিগতভাবে নম্বর যাচাই করা, পক্ষপাতিত্ব পরিহার করা, আদর্শমান বজায় রাখা, পরীক্ষকের অদক্ষতা দূর করা, মূল্যায়নের যথার্থতা, শিক্ষার্থীদের কোন অবস্থায়ই ক্ষতিগ্রস্থ না করা ইত্যাদি।

নম্বর সংশোধন ঃ

পরীক্ষক কর্তৃক উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার পর নিরীক্ষক যদি ঐ মূল্যায়নে কোন ভুল সনাক্ত করেন তবে ঐ সনাক্তকৃত ভুলকে সঠিকভাবে পুনঃপরীক্ষণপূর্বক নম্বর প্রদানকে নম্বর সংশোধন বলে।

নম্বর সংশোধনের সূত্র ঃ

সাধারণত বহু নির্বাচনীমূলক নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরকে সংশোধন করা হয়। যেহেতু বহু নির্বাচনী অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অনুমান নির্ভর উত্তর দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, সেহেতু শিক্ষার্থীরা যেন অনুমান নির্ভর উত্তর দিয়ে বেশি নম্বর না পায় সেজন্য নিম্নের নম্বর সংশোধনের সূত্র ব্যবহার করা হয় ঃ

সূত্রটি হল $S = R - \frac{W}{N-1}$

এখানে, S = স্কোর বা নম্বর

R = সঠিক উত্তরের সংখ্যা

W = ভুল উত্তরের সংখ্যা

N = বিকল্প উত্তরের সংখ্যা

নম্বর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

নম্বর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নম্বর প্রদানে ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে খেয়াল রাখতে হবে যেন নিজের ভুলের কারণে শিক্ষার্থীরা কোন অবস্থায়ই ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। সঠিক নম্বর প্রদান, পরীক্ষকের অবহেলা রোধ, উত্তরপত্র মূল্যায়নে আন্তরিকতা সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের ক্ষতি রোধ করা, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় নির্ভরযোগ্যতা সৃষ্টি, পক্ষপাতিত্ব পরিহার করা, আদর্শমান বজায় রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নম্বর সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে।

মূল্যায়ন

১। নম্বর যাচাইকরণ কী?

২। নম্বর যাচাইকরণের কৌশলগুলো বর্ণনা করুন।

৩। নম্বর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

অধিবেশন ৫৯

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক.

১। পরীক্ষার্থী কর্তৃক উত্তর দেয়া আবশ্যক এরূপ সকল উত্তরের জন্য নম্বর দেয়া হয়েছে কিনা এবং কোন অতিরিক্ত উত্তর দেয়া হয়েছে কিনা

২। প্রশ্নের সাথে উত্তরের মিল আছে কিনা

৩। অতিরিক্ত উত্তর ও অপ্রাসঙ্গিক উত্তর নিয়মানুযায়ী চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা

৪। উত্তরপত্রে প্রশ্নোত্তর নম্বর লিখতে ভুল করলে বা না লিখলে পরীক্ষক তা ঠিক করে লিখে যথাযথভাবে নম্বর প্রদান করেছে কিনা

পর্ব-খ.

১। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

২। ক. ভুলত্রুটি পরিহার করা
খ. সঠিক ও পদ্ধতিগতভাবে নম্বর যাচাই করা
গ. পক্ষপাতিত্ব পরিহার করা

পর্ব-গ.

১। নম্বর সংশোধন

২। $S = R - \frac{W}{N-1}$

পর্ব-ঘ.

১। শিক্ষার্থীদের ক্ষতি রোধ করা

২। পক্ষপাতিত্ব পরিহার করা

৩। আদর্শমান বজায় রাখা

ইউনিট ৮ **অধিবেশন ৬০**

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের এস.এস.সি পর্যায়ের নমুনা প্রশ্নপত্র ও স্বতন্ত্র প্রশ্ন পরীক্ষাকরণ

ভূমিকা

এস.এস.সি পরীক্ষার জন্য প্রণীত প্রশ্নপত্রের অনুরূপ প্রশ্নপত্রকে এস.এস.সি পর্যায়ের নমুনা প্রশ্নপত্র বলা হয়।

এস.এস.সি পর্যায়ের প্রশ্নপত্র দুই প্রকার। যথা-(১) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র (Objective type Question) এবং (২) রচনামূলক প্রশ্নপত্র (Essay type Question)।

রচনামূলক প্রশ্নপত্র আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা−(ক) দীর্ঘ উত্তর বিশিষ্ট রচনামূলক প্রশ্ন এবং (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর বিশিষ্ট রচনামূলক প্রশ্ন।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- এস.এস.সি পর্যায়ের নমুনা প্রশ্নপত্র ও এর প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- এস.এস.সি পর্যায়ের নমুনা প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ ঃ

পর্ব-ক. এস.এস.সি পর্যায়ের নমুনা প্রশ্নপত্র ও এর প্রকারভেদ

নমুনা প্রশ্নপত্র

এস.এস.সি পরীক্ষার জন্য প্রণীত প্রশ্নপত্রের অনুরূপ প্রশ্নপত্রকে এস.এস.সি পর্যায়ের নমুনা প্রশ্নপত্র বলা হয়।

প্রশ্নপত্র - এর প্রকারভেদ

এস.এস.সি পর্যায়ের প্রশ্নপত্র দুই প্রকার। যথা-(১) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র (Objective type Question) এবং (২) রচনামূলক প্রশ্নপত্র (Essay type Question)।

রচনামূলক প্রশ্নপত্র আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা–(ক) দীর্ঘ উত্তর বিশিষ্ট রচনামূলক প্রশ্ন এবং (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর বিশিষ্ট রচনামূলক প্রশ্ন।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা নিচের ছকটি পূরণ করি ঃ

এস. এস. সি পর্যায়ের প্রশ্নপত্র দুই প্রকার ।যথা-

১।
২।

রচনামূলক প্রশ্নপত্র আবার দুই প্রকার। যথা -

১।
২।

পর্ব-খ. নমুনা প্রশ্নপত্র প্রস্তুত

এস.এস.সি পর্যায়ের নমুনা প্রশ্নপত্র প্রস্তুতের ক্ষেত্রে কতকগুলো ধাপ অনুসরণ করা প্রয়োজন। তন্মধ্যে প্রশ্নের সংখ্যা, প্রশ্নের নম্বর বণ্টন, সকল বিষয়বস্তু থেকে প্রশ্ন প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতি অনুসরণ, অভীক্ষা আইটেম প্রস্তুতকরণ, বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা অনুসরণ, এস.এস.সি পর্যায়ের সিলেবাস অনুসরণ ইত্যাদি।

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের এস.এস.সি পর্যায়ের নমুনা প্রশ্নপত্র ঃ

খ সেট-রচনামূলক

বিষয় কোড ঃ

১	৪	

ব্যবসায় পরিচিতি

সময়–২ ঘণ্টা

পূর্ণমান–৫০

[দ্রষ্টব্য ঃ-দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক]

ক-বিভাগ

(যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও) **নম্বর**

১। ব্যবসায় বলতে কি বোঝায়? ব্যবসায়ের কার্যাবলি বর্ণনা কর। ২+৮=১০

২। এক মালিকানা ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দাও। একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। ২+৮=১০

৩। পাইকারী ব্যবসায় কী? পাইকারী ব্যবসায়ের কার্যাবলি বর্ণনা কর। ২+৮=১০

৪। চেক কী? বিভিন্ন প্রকার চেকের বর্ণনা দাও। ২+৮=১০

৫। আত্মকর্মসংস্থান কী? আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। ২+৮=১০

৬। অর্থ বলতে কি বোঝায়? অর্থের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ২+৮=১০

৭। ব্যবসায়িক পত্র কাকে বলে? ব্যবসায়িক পত্রের কাঠামো বর্ণনা কর। ২+৮=১০

৮। ব্যবসায় যোগযোগ কী? ব্যবসায় যোগাযোগের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ২+৮=১০

খ-বিভাগ

(যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

১। ব্যবসায় পরিবেশ কী? ৫

২। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। ৫

৩। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাজারজাতকরণের ভূমিকা কী? ৫

৪। ফরমায়েশ পত্র রচনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ কর। ৫

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের এস.এস.সি পর্যায়ের নমুনা প্রশ্নপত্র নিচের ছকে লিখে প্রস্তুত করি ঃ

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের এস.এস.সি পর্যায়ের নমুনা প্রশ্নপত্র

ক-বিভাগ

ব্যবসায় পরিচিতি বিষয়ের আটটি অধ্যায় থেকে পৃথকভাবে একটি করে সম্ভাব্য দীর্ঘ উত্তর বিশিষ্ট প্রশ্ন লিখুন ঃ

১। ব্যবসায় বলতে কি বোঝায়? ব্যবসায়ের কার্যাবলি বর্ণনা কর।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

খ-বিভাগ

ব্যবসায় পরিচিতি বিষয়ের চারটি অধ্যায় থেকে পৃথকভাবে একটি করে সংক্ষিপ্ত উত্তর বিশিষ্ট প্রশ্ন লিখুন ঃ

১। ব্যবসায় পরিবেশ কী?
২।
৩।
৪।

মূল শিখনীয় বিষয়

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের এস.এস.সি পর্যায়ের নমুনা প্রশ্নপত্র ও স্বতন্ত্র প্রশ্ন পরীক্ষাকরণ

নমুনা প্রশ্নপত্র ঃ

এস.এস.সি পরীক্ষার জন্য প্রণীত প্রশ্নপত্রের অনুরূপ প্রশ্নপত্রকে এস.এস.সি পর্যায়ের নমুনা প্রশ্নপত্র বলা হয়।

প্রশ্নপত্র-এর প্রকারভেদ ঃ

এস.এস.সি পর্যায়ের প্রশ্নপত্র দুই প্রকার। যথা-(১) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র (Objective type Question) এবং (২) রচনামূলক প্রশ্নপত্র (Essay type Question)।

রচনামূলক প্রশ্নপত্র আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা–(ক) দীর্ঘ উত্তর বিশিষ্ট রচনামূলক প্রশ্ন এবং (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর বিশিষ্ট রচনামূলক প্রশ্ন।

নমুনা প্রশ্নপত্র প্রস্তুত ঃ

এস.এস.সি পর্যায়ের নমুনা প্রশ্নপত্র প্রস্তুতের ক্ষেত্রে কতকগুলো ধাপ অনুসরণ করা প্রয়োজন। তন্মধ্যে প্রশ্নের সংখ্যা, প্রশ্নের নম্বর বণ্টন, সকল বিষয়বস্তু থেকে প্রশ্ন প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতি অনুসরণ, অভীক্ষা আইটেম প্রস্তুতকরণ, বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা অনুসরণ, এস.এস.সি পর্যায়ের সিলেবাস অনুসরণ ইত্যাদি।

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের এস.এস.সি পর্যায়ের নমুনা প্রশ্নপত্র ঃ

খ সেট-রচনামূলক

বিষয় কোড ঃ | ১ | ৪ | ২ |

ব্যবসায় পরিচিতি

সময়–২ ঘণ্টা

পূর্ণমান–৫০

[দ্রষ্টব্য ঃ-দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক]

ক-বিভাগ

(যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও) **নম্বর**

১। ব্যবসায় বলতে কি বোঝায়? ব্যবসায়ের কার্যাবলি বর্ণনা কর। ২+৮=১০

২। এক মালিকানা ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দাও। একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। ২+৮=১০

৩। পাইকারী ব্যবসায় কী? পাইকারী ব্যবসায়ের কার্যাবলি বর্ণনা কর। ২+৮=১০

৪। চেক কী? বিভিন্ন প্রকার চেকের বর্ণনা দাও। ২+৮=১০

৫। আত্মকর্মসংস্থান কী? আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। ২+৮=১০

৬। অর্থ বলতে কি বোঝায়? অর্থের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ২+৮=১০

৭। ব্যবসায়িক পত্র কাকে বলে? ব্যবসায়িক পত্রের কাঠামো বর্ণনা কর। ২+৮=১০

৮। ব্যবসায় যোগযোগ কী? ব্যবসায় যোগাযোগের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ২+৮=১০

খ-বিভাগ

(যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

১। ব্যবসায় পরিবেশ কী? ৫

২। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। ৫

৩। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাজারজাতকরণের ভূমিকা কী? ৫

৪। ফরমায়েশ পত্র রচনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ কর। ৫

মূল্যায়ন

১। এস.এস.সি পর্যায়ে নমুনা প্রশ্নপত্র–এর প্রকারভেদ লিখুন।

২। ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে এস.এস.সি পর্যায়ের নমুনা প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করুন।

অধিবেশন - ৬০

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক.

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র (Objective Type Question)

২। রচনামূলক প্রশ্নপত্র (Essay Type Question)

১। দীর্ঘ উত্তর বিশিষ্ট রচনামূলক প্রশ্ন (Broad Essay Type Question)

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর বিশিষ্ট রচনামূলক প্রশ্ন (Short Essay Type Question)

পর্ব-খ.

ক বিভাগ

১। ক মালিকানা ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দাও। একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

২। পাইকারী ব্যবসায় কী? পাইকারী ব্যবসায়ের কার্যাবলি বর্ণনা কর।

৩। চেক কী? বিভিন্ন প্রকার চেকের বর্ণনা দাও।

৪। আত্মকর্মসংস্থান কী? আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

৫। অর্থ বলতে কি বোঝায়? অর্থের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

৬। ব্যবসায়িক পত্র কাকে বলে? ব্যবসায়িক পত্রের কাঠামো বর্ণনা কর।

৭। ব্যবসায় যোগাযোগ কী? ব্যবসায় যোগাযোগের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

খ-বিভাগ

১। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

২। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাজারজাতকরণের ভূমিকা কী?

৩। ফরমায়েশ পত্র রচনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ কর।